ভাষা ও আমাদের সাংস্কৃতিকতা

-- ভিক্টর শেখর রোজারিও

ভাষার জন্য যুদ্ধ বা জীবন দান করেছে এমন ঘটনা বিড়ল। আমরা সেই বাঙ্গালি জাতি যারা ভাষার জন্য যুদ্ধ এমনকি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছি। আর দেশের সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য বুকে বেধেছি আমরা আমাদের লালন ফকিরের গান, আব্বাসউদ্দিনের পল্লীগীতি, ভাওয়াইয়া, নজরুলের বিদ্রোহী সহ জাড়ী সারি কতকি। অথচ অনেককেই দেখেছি নিজের মাতৃভাষা বাংলা সম্পর্কে অবজ্ঞাসূচক ধারণা পোষণ করতে। আজকাল উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষায় রায় হয় কিনা তারও কিন্তু মিমাংসা হয়ে গেছে। ইংরেজী ভার্সনে ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা করানো যেন একটা বিশাল সম্মানের কাজ বলে মনে করেন অনেকেই, ছেলেমেয়েদেরকে ঘরে পর্যন্ত বাংলা বলতে দেন না তারা।

এমন যে পরাক্রমশালী ব্রিটিশ জাতি, তারা কিন্তু তাদের সব বিজ্ঞান ও অন্যান্য বহু পরিভাষায় মূল গ্রিক-লাতিন ঠিক রেখেই জ্ঞানচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে আজকের জায়গায় পৌঁচেছে। আবার গ্রিকদের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখব, তারাও যে জাতিকে আক্রমণ করে নিজেরা সমৃদ্ধ হয়েছে, সে জাতির দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। গ্রিকরা ক্লসসকে পরাজিত করলেও ক্লসসের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। গ্রিসের রাজধানী এথেন্সের আদি নামকরন, যা ক্লসসের দেবী এথেনা থেকে হয়েছে, তাকে পাল্টে ফেলতে পারেনি গ্রিকরা পৃথিবীর একমাত্র গ্রিসের ডাকটিকিটে কোন দেশের নাম লেখা থাকে না, লেখা থাকে হেলাস, যার অর্থ সূর্যনগরী। হেলাস মূলত গ্রিক শব্দ নয়, ইটিও ক্লসস- এর শব্দ। কিংবা আজকের গ্রিক শব্দ 'থালাসা', যার অর্থ নোনা জল বা সমুদ্রের জল, তাও এসেছে ক্লসস থেকে।

আরো দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে, হায়াসিন্থোস থেকে এসেছে ইংরেজি হায়াসিন্থ বা কচুরিপানা। ল্যাবিরিনথোস থেকে ল্যাবিরিন্থ বা গোলকধাঁধা। এগুলো কোনটাই মূলত গ্রিক নয়, ক্লসস-এর শব্দ। কিন্তু গ্রিকের অধিবাসীরা সেসব শব্দ বদলাতে পারেনি। একটি ভাষার শক্তি তার আত্তীকরণের ক্ষমতার মধ্যে। গ্রিক ভাষার সেই শক্তিই কিন্তু আত্তীকৃত করে নিয়েছে তাদের চেয়েও প্রাচীন ক্লসস এর শব্দাবলী। আবার তাই বলে ক্লসস-এর চেয়ে গ্রিক ভাষা হীন- এটিও মনে করার কারণ নেই। এখানে দেখতে হবে, ভাষার পারস্পরিক আদান-প্রদান ঘটে এগুলোর সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত থেকেও। সেটিকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না, যায় কেবল গায়ের জোরে।

একটা শব্দ উত্থাপন করা যাক– 'পাষন্ড'। এর আভিধানিক অর্থ আমরা জানি- পুরোহিত, যিনি পৌরহিত্য করেন। কিন্তু অর্থ-বিপর্যয়ে এখন এর অর্থ পাষাণ বা হৃদয়হীন। আসলে এর মূল অর্থের সংজ্ঞা একটা নির্বিকারত্বের অনুভূতি সংলগ্ন ছিল। যিনি পাষন্ড, তাকে একই নির্বিকারত্ব নিয়ে একটি শোকগম্ভীর, গুরুগম্ভীর ও আনন্দযজ্ঞ (যেমন বৈবাহিক তথা ধর্মীয় কাজ গুলি) পরিচালনা করতে হতো, যেখানে তাঁর নিজের শোক বা আনন্দ অভিপ্রকাশের কোনো সুযোগ ছিলো না। আমাদের কথা হচ্ছে, এ শব্দ সংস্কৃত তথা আর্য রচিত গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, যা থেকে আমরা এটিকে আর্য অবদান মনে করি। আর্যরা এ দেশে আসে আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে এবং তারও পাঁচ-শ বছর আগে ভারতের সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। আমদের ধারণা, 'পাষন্ড' অবশ্যই আর্য নয়; বরং তা সিন্ধু ও পরে দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতির পরিণাম। বর্তমানে দক্ষিণ ভারতে যে প্রধান দেবতা 'বালাজী', তিনি মূলত আর্য দেবতা নন, আর্যদের গায়ের রং কালো হয় না। বালাজী এমনই দেবতা, যাঁর মন্দির প্রায় সর্বত্র স্থাপিত দেখা যাবে। তাহলে আর্য আগমনের আরো আগে থেকেই ভারতবর্ষে পৌরহিত্য ও অন্যতর যাগযজ্ঞ প্রচলিত ছিল। তা যে আর্যদের মতোই ছিল, তা হয়তো নয়। এবার 'পাষন্ড' শব্দটিকে সমাজ-ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখা যাক। এ শব্দে যে 'ড'-ধ্বনি আছে, তা পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ভাষাগোষ্ঠীর শব্দ। অন্যতমও নয়, আসলে দক্ষিণ ভারতীয় তামিল, তেলুগু, মালয়ালাম, কন্নড়-অন্তত এ চারটি ভাষায় 'ড'-এর বর্তমানতা এটির সুপ্রাচীনতার প্রমাণ। বাংলা অপেক্ষাকৃত নতুন ভাষা সাঁওতাল ও মুন্ডা জাতি ভারতের প্রাচীন জাতিগুলোর অর্ন্তগত নৃ-গোষ্ঠী। 'লড়্হাই' মূলত সাঁওতাল শব্দ, যা থেকে আমরা পেয়েছি 'লড়াই'। এ শব্দেও 'ড'-এর উপস্থিতি এটির প্রাচীনতার পরিচায়ক।